সাবেক ইউপি মেম্বারকে মব সৃষ্টি করে মারধরের অভিযোগ রামগতি উপজেলা ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

সংগৃহীত ছবি

ঢাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যানের অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে ফেরার পথে ইউপি সদস্য নাজিম উদ্দিনকে মব সৃষ্টি করে মারধর ও অপবাদ দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে। সোমবার (১১ আগস্ট) গভীর রাতে, উপজেলার চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের আজাদনগর বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, হামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিত ছিল। ওই সময় সেখানে একটি 'মব' সৃষ্টি করা হয়, যা জনমনে আতঙ্ক ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক ও জেএসডি সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি সাবেক সভাপতি শরাফ উদ্দিন আজাদ সোহেল এবং ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আমিন হাওলাদারের অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে নাজিম উদ্দিনসহ ৮ জন ইউপি সদস্য ঢাকায় যান। ঢাকার কয়েকটি হাসপাতালে রোগীদের খোঁজ নেওয়ার পর তারা সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রামগতি আজাদনগর বাজারে ফেরেন।

সেসময় উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ইরাজ উদ্দিন ও যুগ্ম আহ্বায়ক পারভেজ খানসহ ১০-১৫ জনের একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। অস্ত্র আছে এমন অপবাদ ছড়িয়ে জনতা জড়ো করে 'মব' সৃষ্টি করা হয়। নাজিম মেম্বারকে ধরে মারধর করা হয় এবং পরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। হামলার কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভেও প্রচারিত হয়েছে।

ইরাজ উদ্দিনের মন্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য জামাল উদ্দিন বলেন, "আমরা ৮ জন মেম্বার আসম রব, সোহেল চেয়ারম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল হাওলাদারের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে নাজিমকে একা পেয়ে তারা তাকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছেন।"

উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব সিরাজ উদ্দিন এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, "ঢাকা থেকে আসার পর কিছু নেতা-মেম্বার আজাদনগর বাজারে এসে বিএনপি ও সাবেক এমপি আশরাফ উদ্দিন নিজাম কে গালিগালাজ করলে আমাদের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদের ধরে ফেলে। এ সময় হালকা কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়েছে।"

রামগতি থানার অফিসার ইনচার্জ মো. কবির হোসেন জানান, বিষয়টি রাজনৈতিক, তাই দুই পক্ষ নিয়েই বসে সমাধান করতে হবে।